ভোরের কাগজ

জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং শিক্ষার ক্রমাবনতি

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

স্বাধীন বাংলাদেশে ৩২ বছরের কম সময়ে আটটি শিক্ষা কমিশন। অর্থাৎ প্রতি ৪ বছরে একটি করে। এই পরিসংখ্যান থেকে একটি অত্যন্ত ভুল ধারণা হতে পারে শিক্ষার প্রতি আমাদের সরকারসমূহ কি বিএনপি, কি আওয়ামী লীগ, কি জাতীয় পার্টি, কি সামরিক সরকার কতোটা আন্তরিক, অনুরক্ত কিংবা নিবেদিত। অর্থাৎ সরকারগুলো ধ্যান-ধারণায় পরস্পর বিপরীত অবস্থানে থাকলেও শিক্ষার উন্নতিতে কমিশন করার বিষয়ে সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি আমলেই শিক্ষার ক্রমাবনতিও নিশ্চিত হয়েছে। বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা হলো কোনো বিষয়ে কমিশন গঠন করার অর্থই হলো ঐ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি না হওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়টি আরো ঋণাত্মক– সঙ্গে সঙ্গে অধোগতিও নিশ্চিত হবে।

কয়েকদিন আগে অষ্টম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলো। সপ্তম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সরকারের হাতে রয়েছে। তবে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রশ্নই ওঠে না কারণ তা আওয়ামী। একইভাবে বর্তমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টও আগামী আওয়ামী কিংবা অন্য কোনো সরকার কোনোরকম চিন্তা না করেই তাচ্ছিল্য সহকারে অবজ্ঞা করবে। একথা আমরা নিশ্চিত করে জানি আমাদের কোনো সরকার কিংবা দলে শিক্ষার উৎকর্ষ নেই, অগ্রগামী নেতৃত্ব নেই। তাহলে গোটা জাতি কি কারণে দুর্নীতিতে ভরা রাজনৈতিক দলসমূহের দলীয় রাজনীতিদুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার শিকার হবে? অবশ্য ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠা সংশয় দংশিত দুর্বল নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে শাসন এবং ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ।

সরকারের শিক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতি কিংবা অঙ্গীকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করার কার্যকর পদ্ধতি হলো অগ্রে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া। এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং দলীয় নেতৃস্থানীয়রা যথাযথ মানের শিক্ষায় দীক্ষিত না হওয়ায় গ্রাম-গঞ্জের স্কুল-কলেজের ম্যানেজমেন্ট কমিটিসমূহের গঠন সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষানুরাগী কিংবা বিদ্যোৎসাহী হিসেবে যিনি সদস্য থাকেন তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত নন, অনেক ক্ষেত্রে সুযোগের অভাবে নয়, শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞার কারণেই। এ ধরনের বিদ্যোৎসাহীদের উপস্থিতিতে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজধানী পর্যন্ত কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, শিক্ষাটা কেবলই লোক দেখানো এবং পার্থিব উন্নতির সঙ্গে শিক্ষার মান এবং স্তরের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে শ্রেণীকক্ষে আমরা ছাত্রদের যতোই জ্ঞানার্জনের উপদেশ দেই না কেন, এর থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং কার্যকর উদাহরণ রয়েছে যা ছাত্রদের জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা ঘটাচ্ছে।

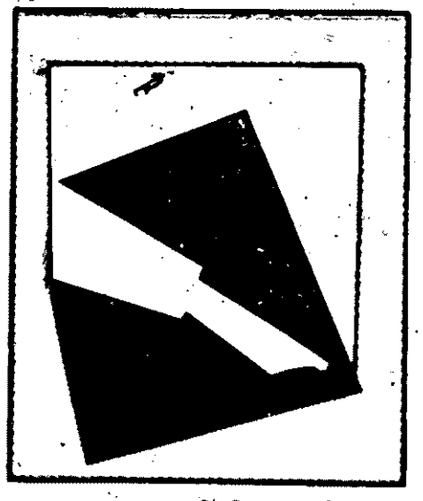

দুর্নীতিতে প্রথম স্থানসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের চরম লজ্জাজনক অবস্থার নেপথ্যেও কিন্তু রয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নেই, জবাবদিহিতা নেই, উৎকর্ষ অর্জনের প্রতিযোগিতা নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শনৈ শনৈ অগ্রগতি এবং সফলতার পেছনে রয়েছে সুস্থ প্রতিযোগিতা, যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎকর্ষ অর্জনে আকৃষ্ট করছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, এই সেদিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থীকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে হলে শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জন করলেই হবে না দলীয় রাজনীতি করতে হবে। অবশ্য আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় আরেক স্তর নিচে গিয়ে দেখালো শিক্ষায় উৎকর্ষেরও প্রয়োজন নেই এমনকি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষারও প্রয়োজন নেই। পত্রিকার এই রিপোর্ট যদি সত্য হয় তাহলে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্ররাই নয়, ভবিষ্যতের স্নাতকরাও সঠিক পথই বেছে নেবে– জড় বই-পুস্তক-কলম আর কম্পিউটার ব্যবহার না করে পার্টি অফিসের জীবদের সঙ্গেই সময় কাটাবে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বেটে খাওয়ালেও জাতির এই অন্ধকারে যাত্রা ঠেকাতে পারবে না।

দুর্নীতিমুক্ত, নির্মল, নিষ্কলুষ শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। অধঃপতনের দীর্ঘপথে আমাদের যে যাত্রা তাতে ছেদ টানার জন্য প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মূল্যবোধসম্পন্ন জনসাধারণ চাই। এরকম একটি শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের কোনো সরকারই বসে নেই। এটা অর্জন করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ বলার সৎসাহস অর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কীরকম হবে তা নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো দলীয় সরকারের কৃতিত্বই সন্তোষজনক নয়। সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানই তা প্রমাণ করবে। তাই দলীয় শিক্ষানীতির অবসান হওয়া উচিত।

যেকোনো সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজের ম্যানেজমেন্ট কমিটির যেমন আমূল পরিবর্তন হয়, ঠিক তেমনি পরিবর্তন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাসনগুলোতে। কারণ দর্শানো হয় পূর্ববর্তী নিয়োগ দলীয় ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলীয় প্রভাবে দুষ্ট। তাহলে যুক্তি তো অন্তসারশূন্যই হয়ে রইলো। এই ধারার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এই ধারাটি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখেছি কোনো রাজনৈতিক দলই দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থাকতে পারে না, তাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও। ফলে যেকোনো নীতি কিংবা নিয়োগের ধারাবাহিকতার অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সুতরাং নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন রাজনৈতিক কর্মী, হীন স্বার্থান্বেষী, উৎকর্ষ অর্জনে ব্যর্থদের পরিহার করা উচিত, ঠিক সেইভাবে শিক্ষানীতির সূত্রায়নেও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিবেচনায় করা উচিত।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো শিক্ষায় নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলাদেশে অধিকাংশ সময়ই দলীয় হীন স্বার্থে দুষ্ট হয়েছে, যার ফলেই একটি ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠছে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ। আমাদের অনেক শিক্ষক-ছাত্র সহকর্মী যে উন্নত বিশ্বে স্বীয় পেশায় সুনাম এবং উৎকর্ষ অর্জন করছে তার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নেই বরং দেশের সকল নেতিবাচক অবস্থার ভীতিই স্বীয় পেশায় উৎকর্ষ অর্জন করে এর বিষময় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে তাদের অনুপ্রাণিত করে। এরকম অবস্থায়, এরকম দর্শনে একটি জাতি অগ্রসর হতে পারে না। শত সমস্যার মধ্যেও নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েই বাস করছেন, অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি (আমি যতোদূর জানি)। বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে এরকম উদাহরণ একটিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আমার মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আরেকটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনোরকম ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সমর্থ হবে, ঠিক যে রকমটি সপ্তম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ক্ষেত্রে হয়েছে।

দুর্নীতিমুক্ত, নির্মল, নিষ্কলুষ শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। অধঃপতনের দীর্ঘপথে আমাদের যে যাত্রা তাতে ছেদ টানার জন্য প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মূল্যবোধসম্পন্ন জনসাধারণ চাই। এরকম একটি শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের কোনো সরকারই বসে নেই। এটা অর্জন করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ বলার সৎসাহস অর্জন করতে হবে। রাতারাতি গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কোনো সুযোগ নেই, আর তা করার জন্য যে দূরদর্শিতা প্রয়োজন তাও আমাদের নেতৃত্বে নেই। তবে মোটামুটি বিনিয়োগে কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা সম্ভব। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষায় সুস্থ প্রতিযোগিতা, যেকোনো নিয়োগে বিশেষ করে উচুস্তরের নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং শিক্ষাকে দলীয়করণ করা থেকে বিরত থাকা।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।